দৈনিক

তারিখ ... 06 ... 2008
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ২

বরিশালের এ্যাপেক্স হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ

স্বল্প ব্যয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চিকিৎসাসেবাদানে সহায়ক

রহিম উল আলম

দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সর্বপ্রথম হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বরিশালের এ্যাপেক্স হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজটি প্রায় তিন যুগ ধরে কয়েক হাজার চিকিৎসক তৈরী করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য স্বল্পব্যয়ী চিকিৎসা সুবিধা নিশ্চিতকরণে সহায়তা করে আসছে। ১৯৭৪ সালে অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটি টিনের ঘরে নৈশ শাখা হিসেবে যে চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছিল, কালের বিবর্তনে এখন সেখানে নিজস্ব ত্রিতল ভবনে ৫ শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষা লাভ করছে। শুরুর দিকে সম্পূর্ণ অবৈতনিকভাবে ও পরবর্তীকালে মাত্র ১৫ টাকা থেকে ...০ টাকার পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী নিরলস প্রচেষ্টায় বরিশালের এ চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন। সরকার স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানটি ও এর শিক্ষকরা অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো কোন মঞ্জুরী ও বা বেতন সহায়তা না পেলেও তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টার কোন ঘাটতি নেই। কর্মজীবী ও অপেক্ষাকৃত অসচ্ছল পরিবারের সন্তানরা এ চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি থেকে হোমিওপ্যাথিতে ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্স সম্পন্ন করে সর্বস্তরের মানুষের চিকিৎসা সেবায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন। ১৯৭০-এর প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ের পরে 'এ্যাপেক্স ক্লাব অব অস্ট্রেলিয়া' দক্ষিণাঞ্চলের ঘূর্ণি উপদ্রুত এলাকার জন্য ব্যাপক ত্রাণ সহায়তা প্রদান করে। ত্রাণের সে অর্থ থেকে দশ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত থেকে যাওয়ায় বরিশালে কর্মরত তৎকালীন এ্যাপেক্স ক্লাবের সভাপতি প্রকৌশলী এম এ হাকিমকে ক্লাব সদস্যবৃন্দ আর্তমানবতার সেবায় একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার অনুরোধ করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় পুরো বিষয়টি স্থবির হয়ে পড়ে। স্বাধীনতার পরে বিষয়টি নিয়ে পুনরায় সীমিত পরিসরে কার্যক্রম শুরু হয়। প্রকৌশলী হাকিম ছিলেন একজন হোমিও অনুরাগী। এরই ফলশ্রুতিতে স্থানীয় এ্যাপেক্স ক্লাব সদস্য ও হোমিও চিকিৎসকদের নিয়ে কয়েক দফা সভা করে বরিশালে একটি হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ১৯৭৪ সালের শেষদিকে নগরীর একে স্কুলের একটি ঘরে নৈশ শাখা হিসেবে যাত্রা শুরু করে এ্যাপেক্স হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ। তৎকালীন যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী ও বরিশাল সদর আসনের এমপি নুরুল ইসলাম মঞ্জুর এ কলেজটির উদ্বোধন করেন। ১৯৭৫ সালেই এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি মেডিকেল বোর্ডের স্বীকৃতি লাভ করে। অনেক চড়াই-উৎরাই পার হতে হলেও প্রতিষ্ঠানটির অগ্রযাত্রা কখনো থমকে থাকেনি। পরবর্তীতে জেলা প্রশাসনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এ চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির জন্য প্রায় দশমিক ৪৭ একর জমি কিনে সেখানে প্রথমে একতলা একাডেমিক ভবন ছাড়াও অতি সম্প্রতি প্রায় ৪০ লাখ টাকা ব্যয়ে আরো একটি ত্রিতল একাডেমিক-কাম-বহির্বিভাগ ভবনের নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। খুব শীঘ্রই এ নতুন ভবনে হাসপাতালের বহির্বিভাগ, লাইব্রেরী ও আধুনিক ল্যাবরেটরী স্থাপিত হতে যাচ্ছে। তবে অদূর ভবিষ্যতেই অভিজ্ঞ শিক্ষকের অভাব দেখা দিতে যাচ্ছে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে। এ প্রতিষ্ঠানের বেশকিছু অভিজ্ঞ শিক্ষকের বয়স ৬০ বছর অতিক্রান্ত হতে চলেছে। ফলে তাদের অবসরে যাওয়ার আশংকায় শঙ্কিত এখানের শিক্ষার্থী ও অভিভাবক মহল। তবে বোর্ড কর্তৃপক্ষ ইচ্ছে করলে বিধান অনুযায়ী এসব অভিজ্ঞ শিক্ষকদের চাকরির মেয়াদ আরো পাঁচ বছর বৃদ্ধি করতে পারেন। প্রয়োজনের নিরিখে বিষয়টি বিবেচনার তাগিদ দিয়েছেন এখানের শিক্ষার্থী ও বিদ্যানুরাগী মহল। হোমিও শিক্ষা জগতে দেশের অন্যতম এ বিদ্যাপীঠ দক্ষিণাঞ্চলের আর্তমানবতার সেবায় বিশেষ অবদান রেখে চলেছে। কলেজটির প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল ডাঃ এম এম আতিকুর রহমান হোমিও চিকিৎসা জগতে তার অবদানের জন্য ইতিমধ্যে বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান থেকে সম্মাননা লাভ করেছেন। প্রিন্সিপালসহ এখানের অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী আজ থেকে প্রায় ৩৪ বছর আগে কয়েকজন ছাত্র নিয়ে অন্য একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের টিনের ঘরে রাতের বেলা যে হোমিও চিকিৎসা শিক্ষার সূচনা করেছিলেন, কালের বিবর্তনে তা আজ মহীরুহ হয়ে উঠেছে।